গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.dam.gov.bd

স্মারক নং-১২.০২.০০০০.০০২.২১.০২৪.১২- ৫৪৩ তারিখঃ১২/০৯/২০১৭খ্রিঃ

বিষয়ঃ দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-এর সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১০/০৭/২০১৭ তারিখের ১২.০০.০০০০.০২৪.১৬. ০০২.১৬. ৫২১ পত্রের সংগে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৫/০৭/২০১৭ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫২১.১৬.০৭৪.১৬-৬০২ নম্বর পত্র ও দুর্নীতি দমন কমিশনের ০৫/০৭/২০১৭ তারিখের আধাসরকারী পত্র ও দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬ এর সুপারিশ পাওয়া গিয়েছে যার ফটোকপি এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়ন/অনুসরণ করা প্রয়োজন।

বর্ণিতাবস্থায়, দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬ এর সুপারিশসমূহ প্রযোজ্যক্ষেত্রে বাস্তবায়ন/অনুসরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(এস, এম, সাঈদ হাসান)
সহকারী পরিচালক(প্রশাসন)
ফোনঃ ৯১১৪৭৬৫।

বিতরণঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

০১। উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
০২। সিস্টেম এ্যাডমিন, আইসিটি সেল, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।
(অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

পরিকল্পিত ও উন্নত বিপণন ব্যবস্থাই নিশ্চিত করতে পারে কৃষক ও ভোক্তার ন্যায্য অধিকার।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
মহা-পরিচালকের দপ্তর
প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন)
উপ-পরিচালক (আইটিসি)
উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)
উপ-পরিচালক (বাজার তথ্য)
উপ-পরিচালক (বাজার উন্নয়ন)
উপ-পরিচালক (বাজার বাস্তবায়ন)
সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)
পরিসংখ্যান সহকারী
[ ] জরুরী ব্যবস্থা নিন
[ ] প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
[ ] মতামতসহ নথিতে দিন
[ ] আলাপ করুন
[ ] নথিভুক্ত করুন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৫ অধিশাখা
(www.moa.gov.bd)

নং-১২.০০.০০০০.০২৪.১৬.০০২.১৬.৫২১

তারিখ: ২৬ শ্রাবণ ১৪২৪
১০ আগস্ট ২০১৭

বিষয়: দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-এর সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

সূত্র : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নং- ০৪.০০.০০০০.৫২১.১৬.০৭৪.১৬-৬৬২, তারিখ : ২৫ জুলাই ২০১৭।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রেরিত দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-এর সুপারিশ এ সাথে প্রেরণ করা হলো (সংযুক্ত)। প্রযোজ্য সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন/অনুসরণের উদ্যোগ গ্রহণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে ৩ পাতা।

(সুব্রত ভৌমিক)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৬২৬।
ই-মেইল: admn5.moa@gmail.com

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

মন্ত্রণালয় :

১। যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা), কৃষি মন্ত্রণালয়।
২। উপসচিব (সকল)/ উপপ্রধান (সকল), কৃষি মন্ত্রণালয়।
৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/ সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), কৃষি মন্ত্রণালয়।
৪। সহকারী সচিব (সকল)/ সহকারী সচিব (সকল), কৃষি মন্ত্রণালয়।

দপ্তর/সংস্থা :

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
২। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
৯। মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১০। মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১১। নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।
১২। নির্বাহী পরিচালক, ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
১৩। নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৪। পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৫। পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৬। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ :

১। অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি/সম্প্রসারণ/গবেষণা/প্রশাসন ও উপকরণ/নিরীক্ষা)/ মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়।
২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।
৩। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি শাখা
(www.cabinet.gov.bd)

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫২১.১৬.০৭৪.১৬-৬০২

তারিখ: ১০ শ্রাবণ ১৪২৪
২৫ জুলাই ২০১৭

বিষয়: দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ সংক্রান্ত।

সূত্র: দুর্নীতি দমন কমিশনের আধাসরকারি পত্র নম্বর-৫০/২০১৭ তারিখ: ০৫ জুলাই ২০১৭

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকে প্রাপ্ত আধাসরকারি পত্র এবং পত্রের সঙ্গে সংযুক্ত দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-এর ৮ম অধ্যায়ের সুপারিশসমূহ এইসঙ্গে প্রেরণ করা হল। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় বরাবর দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের লিখিত উপানুষ্ঠানিক পত্রে ২০১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে উক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গৃহীত হলে দেশে দুর্নীতির মাত্রা কমে আসবে এবং দুর্নীতির বিশ্ব ধারণা সূচকে বাংলাদেশের দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জিত হবে মর্মে দুর্নীতি দমন কমিশন বিশ্বাস করে।

০২। এমতাবস্থায়, দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-এর ৮ম অধ্যায়ের সুপারিশসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন/অনুসরণের উদ্যোগ গ্রহণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্ত: ১। পত্রের চিত্রপ্রতিলিপি এক পাতা।
২। বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৬-এর ৮ম অধ্যায়ের সুপারিশসমূহ।

(মাহ্‌ফুজা বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৬৬৪৪৬
Email: cpo_sec@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব/সচিব
মন্ত্রণালয়/বিভাগ, - - - (সকল)।

অনুলিপি:

সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

D:\Crimpoly MZ (061016)\JMANI-12\Budget/Update budget letter

ইকবাল মাহমুদ
চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন

নং- ৫০ /২০১৭

তারিখ: ০৫/০৭/২০১৭ খ্রিঃ

প্রিয় শফিউল আলম,

দুর্নীতি দমন কমিশন-এর ২০১৬ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ এর ২৯(১) ধারা অনুযায়ী কমিশন এ বার্ষিক প্রতিবেদন যথারীতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে পেশ করেছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬ এ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য কতিপয় সুপারিশ (কপি সংযুক্ত) করা হয়েছে, যার বাস্তবায়ন দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত জরুরী। আশা করা যায় যে, উক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গৃহীত হলে দেশে দুর্নীতির মাত্রা কমে আসবে; ফলে দুর্নীতির বিষ হারণ সূচকে বাংলাদেশের দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জিত হবে।

এমতাবস্থায়, বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৬ এ বর্ণিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।

আন্তরিকভাবে আপনার

(ইকবাল মাহমুদ)

জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দুর্নীতি দমন কমিশন, ১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০, ফোন: +৮৮ ০২ ৮৩৩৩৩৫০, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৮৩৩৩৩৫৪
Web : acc.org.bd, ই-মেইল : chairman@acc.org.bd

ঙ) জমি/ফ্ল্যাট ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ না করা এবং এসবের মূল্য বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া এবং রেজিস্ট্রেশন চার্জ ফি আদায়ে নমনীয় আচরণ লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। কেননা রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত উচ্চ ফি/ চার্জ জনসাধারণকে দুর্নীতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে;

চ) কর্পোরেট সোশাল রেসপনসিবিলিটি (সি এস আর) এর অর্থ এর "ভেল্যু ফর মানি" নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এটির যথাযথ ব্যয়ের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োজনে একটি আইনও করা যেতে পারে।

৯. জনপ্রশাসনে দক্ষতার উন্নয়ন

সমস্যা/দুর্নীতির উৎস

বাংলাদেশে কর্মরত সরকারি চাকুরে স্কিল মাইগ্রেশনে বিদেশে যেতে আগ্রহী হলে তারা সরাসরি আবেদন করতে না পারা, কর্মস্থলে অভিজ্ঞতার সনদ চাহিবা মাত্র সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তা না দেয়া, সচিবালয় বিজনেস নিষ্পত্তির পদ্ধতি হিসেবে সনাতনী ফাইল উপস্থাপন পদ্ধতির বহাল রাখা, কোন বিষয়ে দক্ষ কর্মকর্তাকে তার বিশেষজ্ঞ জ্ঞান অনুযায়ী পদায়ন না করা, পদোন্নতির ক্ষেত্রে পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন না করা, বিধিবিধান সহজীকরণ না করা, ক্ষমতা অর্পণ বিধির যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ার ফলে জনসেবা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে এবং দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

এ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা যেতে পারেঃ

ক. বাংলাদেশে কর্মরত সরকারি চাকুরে স্কিল মাইগ্রেশনে বিদেশে যেতে আগ্রহী হলে তিনি সরাসরি আবেদন করতে পারবেন এবং এজন্য কোন প্রকার পূর্ব অনুমতির দরকার নেই মর্মে বিধান করা যেতে পারে। তাছাড়া কর্মস্থলে অভিজ্ঞতার সনদ চাহিবা মাত্র সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তা দিতে বাধ্য থাকবেন মর্মে সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় বিধি সংযোজন করা যেতে পারে;

খ. সচিবালয় বিজনেস নিষ্পত্তির পদ্ধতি হিসেবে সনাতনী ফাইল উপস্থাপন পদ্ধতির বিলোপ করে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থায় প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে দু'দিন সভার মাধ্যমে কার্যসম্পাদন নিষ্পত্তিকরণ। সপ্তাহ শেষে কোন কাজ পেন্ডিং থাকলে তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী হবেন মর্মে সচিবালয় নির্দেশমালায় নতুনভাবে নির্দেশ সংযোজন করা যেতে পারে। আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করা, কর্মকর্তাগণ যাতে দায়িত্বের সাথে কর্মসম্পাদন করতে পারেন তেমন পরিবেশ ও আস্থা তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সরকারি কর্মে নেতৃত্ব ও গতিশীলতা আনয়ন করতে হলে নীতিনিষ্ঠ ও কর্মঠ কর্মকর্তাগণের জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা প্রয়োজন হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রণোদনা হবে এসব কর্মকর্তা যেন তাদের নিষ্ঠাপূর্ণ কর্মের জন্য ভোগান্তির শিকার না হন;

গ. "সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড" পুনর্গঠনের মাধ্যমে কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের (একই মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে অর্থ সচিব উক্ত কমিটিতে থাকায়) পরিবর্তে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সচিবকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যাতে পদোন্নতি প্রত্যাশী কর্মকর্তার মেধা ও দুর্নীতির বিষয়টি খতিয়ে দেখা যেতে পারে;

ঘ. মেধাভিত্তিক ও প্রেডিক্টেবল সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার উপর জোর দিতে হবে। সিভিল সার্ভিসভুক্ত কোন কর্মকর্তার পদোন্নতি না পেলে তার কারণ তিনি যেন জানতে পারেন তাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর ফলে সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থাপনায় এবং সিভিল সার্ভিস নেতৃত্বের প্রতি আস্থা সৃষ্টি হবে। তাছাড়া এতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে;

ঙ. পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে সিভিল সার্ভিসের সকল ক্ষেত্রে পদোন্নতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

চ. সেবা প্রদানকারী দপ্তর সংস্থার বিলম্বজনিত সেবা প্রদানের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা চালুকরণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষতিপূরণের টাকা সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী কর্মচারীর বেতন থেকে কর্তনের ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। সেবামূলক সরকারি দপ্তর যথা: হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সাব-রেজিষ্টার অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, টোল প্লাজা, কাষ্টমস্ ষ্টেশন, বিদ্যুৎ বিতরণ অফিস, পৌরসভা ট্যাক্স অফিসসহ অন্যান্য অফিসসমূহে দপ্তর ভিত্তিক নিয়মিতভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক মতবিনিময় সভা করা, সেবা প্রদানকারী সংস্থার প্রতিটি কার্যালয়ে

'হেল্প ডেস্ক' ও 'ওয়ানস্টপ' সার্ভিস কার্যক্রম চালু করা এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে ব্যাংক হিসাব, ও কর নম্বর লিংক-আপ করণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যেতে পারে;

ঙ. সেবা প্রদানকারী দপ্তর/সংস্থার সেবার মান সম্পর্কে জনগণ/সেবা গ্রহীতার মন্তব্য করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে "সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড" চালুর ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

চ. পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ বয়সে কোন সরকারি চাকুরে যথাযথ সম্মান ও ভরণপোষণের দায়িত্ব না নিলে তিনি পদোন্নতি বঞ্চিত হবেন মর্মে পরিপত্র জারী করা যেতে পারে। এছাড়া এ অপরাধে তার বেতনের একটি অংশও কর্তন করার বিধান রাখা যেতে পারে;

ঝ. প্রত্যেকটি সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ই-সার্ভিস চালু বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সেবা প্রদানের নির্ধারিত তারিখ ও সময় কঠোরভাবে পরিপালন করা এবং যথাসময়ে পরিপালনে ব্যত্যয় ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা প্রদানে দায়িত্বরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

ঞ. বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের "সুবিবেচনায় সিদ্ধান্ত প্রদানের" বা "স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার" (Discretionary Power) অপব্যবহার রোধ করা ও সকল ক্ষেত্রে বিধি বিধান সুস্পষ্ট করা যেতে পারে।

১০. বিবিধ

সমস্যা/দুর্নীতির উৎস

হাট-বাজারসমূহে প্রান্তিক উৎপাদক এর জন্য টোল প্রদান পদ্ধতি, বিদেশে লোক প্রেরণের বা হাজী প্রেরণের ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সী/ট্রাভেল এজেন্সীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শুনানির জন্য কোন "রেগুলেটরী অথরিটি" না থাকা, গার্মেন্টস্ ফ্যাক্টরিতে সকল বাধ্যবাধকতার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান বহুমাত্রিক পারদর্শন প্রথা, সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সড়ক বিভাজক না থাকার ফলে জনগণ বিভিন্ন ধরনের ভোগান্তি ও দুর্নীতির শিকার হয়ে থাকেন।

এ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা যেতে পারেঃ

ক. হাট-বাজারসমূহে ইজারা প্রদানের সময় যিনি ব্যবসার জন্য কোন পণ্য কেনা-বেচা করেন, শুধুমাত্র তিনিই টোল বা খাজনা প্রদান করবেন মর্মে ইজারা দলিলের শর্তে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। যিনি প্রান্তিক উৎপাদক কিংবা যিনি ব্যবসার জন্য কোন প্রকার কেনা-বেচা করেন না, কিংবা যিনি ব্যক্তিগত ভোগের জন্য কোন পণ্য কেনা-বেচা করেন, তাকে কোন প্রকার খাজনা বা টোল প্রদান করতে হবে না মর্মে শর্তে উল্লেখ করার ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ. সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার সংস্কৃতি চালুর লক্ষ্যে প্রতিটি বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী সিটি কর্পোরেশন এলাকায়/অফিসে/রাস্তায়/পার্কে সেন্সর সম্বলিত বাল্ব ব্যবহার পদ্ধতি বাধ্যতামূলকভাবে চালুর ব্যবস্থাকরণ;

গ. বিদেশে লোক প্রেরণ বা হাজী প্রেরণের ক্ষেত্রে যেসব রিক্রুটিং এজেন্সি/ট্রাভেল এজেন্সি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শুনানির জন্য "রিক্রুটিং এজেন্সি/ট্রাভেল এজেন্সি রেগুলেটরী অথরিটি" গঠন;

ঘ. গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে সকল বাধ্যবাধকতার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান বহুমাত্রিক পরিদর্শন এর পরিবর্তে একটি মাত্র (একক সংস্থা) পরিদর্শন সংস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ;

চ. নদীপথে যাতায়াতের সময় যাত্রী কর্তৃক সরাসরি নদীর পানিতে যেন বর্জ্য না ফেলতে পারে সেজন্য ব্যাপক জন সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। লঞ্চসহ সকল নৌযানে পর্যাপ্ত 'বিন' এর ব্যবস্থাকরণ;

ছ. সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সড়ক বিভাজক স্থাপন, দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় রাস্তার পাশের হাট-বাজার তুলে দেয়া, চালকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন রাস্তা থেকে প্রত্যাহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।